চুয়াডাঙ্গায় নবাগত পুলিশ সুপারের সাথে ইউনিট ইনচার্জদের পরিচিতি সভা

চুয়াডাঙ্গায় নবনিযুক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জেলা পুলিশের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করার লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে জেলা পুলিশের সকল ইউনিট ইনচার্জদের সাথে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) দুপুর ২টায় পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ সভায় তিনি পর্যায়ক্রমে উপস্থিত সকল কর্মকর্তার সাথে পরিচিত হন, কুশল বিনিময় করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। উন্মুক্ত আলোচনাভিত্তিক সভায় পুলিশের ইউনিট ইনচার্জগণ জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় পুলিশ সুপার জেলার আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা, জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করা এবং অপরাধ দমনে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন। বিশেষ করে মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ, সড়ক ও মহাসড়কে সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজি বন্ধ, ফুটপাত দখলমুক্ত রাখা এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার নির্দেশনা দেন।

তিনি বলেন, জনগণের আস্থা অর্জনই পুলিশের মূল লক্ষ্য। সেবাপ্রার্থী মানুষের সঙ্গে আন্তরিক, মানবিক ও পেশাদার আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি সদস্যকে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হবে এবং যেকোনো অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ সময় তিনি ইউনিট ইনচার্জদের নিজ নিজ এলাকায় সার্বক্ষণিক তৎপর থাকার নির্দেশ দেন এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জনের আহ্বান জানান। সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে। মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার সার্বিক সহযোগিতায় সার্কিট হাউজ এলাকা থেকে এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়ে মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পরিচালনা করা হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এ সময় অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম। অভিযানে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘প্লাস্টিক, পলিথিন ও বিভিন্ন ময়লা-আবর্জনার কারণে পরিবেশে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি হয়। এর ফলে নানা রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে এবং ডেঙ্গুর প্রকোপও দেখা দিতে পারে। তাই আগেভাগেই সচেতনতা বাড়াতে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই অভিযান শুরু করা হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গা জেলায় প্রতি সপ্তাহের শনিবার এ ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর চুয়াডাঙ্গা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

অভিযান চলাকালে শহরের বিভিন্ন সড়ক, অলিগলি এবং মহাসড়কের পাশ থেকে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনা অপসারণ করা হয়। পাশাপাশি ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ির আঙিনা ও আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানানো হয়। কোথাও যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এ সময় বাসা-বাড়ির বাসিন্দাদের উদ্দেশে সচেতনতামূলক বার্তা দেওয়া হয় যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা অঙ্গীকার করেন, পৌর শহরের কোথাও ময়লা-আবর্জনার স্তুপ থাকতে দেওয়া হবে না এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে সবাই একযোগে কাজ করবেন।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. এম. তারিক-উজ-জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল্লাহ আল নাঈম, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিস মোমতাজ, মির্জা শহিদুল ও আশফাকুর রহমান এবং টিটিসির অধ্যক্ষ মুছাব্বেরুজ্জামানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু ও খালিদ মাহমুদ মিল্টন, পৌর জামায়াতের আমির হাসিবুল ইসলাম, নায়েবে আমির মাহবুব আশিক, সেক্রেটারি মোস্তফা কামাল, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টুসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং চুয়াডাঙ্গা ভলেন্টিয়ার্সের সদস্যরা।

দামুড়হুদায় তামাক ক্ষেতে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের একটি তামাক ক্ষেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার দলিয়ারপুর গ্রামের মৃত শরিফ উদ্দিনের তামাক ক্ষেতের ভেতর থেকে ওই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারী জোবেদা খাতুন (৪৫)। তিনি দলিয়ারপুর গ্রামের মৃত তুফান হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে জোবেদা খাতুন ঘাস কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি। ইফতারের সময় হয়ে গেলে পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয়রা তাকে খুঁজতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে গোপালপুর গ্রামের মাঠের একটি তামাক ক্ষেতের মধ্যে হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকতার হোসেন জানান, সকালে ঘাস কাটতে গিয়ে ওই নারী আর বাড়ি ফেরেননি। পরে স্থানীয়রা তামাক ক্ষেতের মধ্যে তার হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

এদিকে খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তিনি জানান, ঘটনাটি সম্পর্কে শুনেছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর বিস্তারিত বলা যাবে।

স্থানীয়দের ধারণা, ধর্ষণের পর অথবা ধর্ষণের চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে।

দামুড়হুদায় অর্ধশতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “ওরা বন্ধু সংঘ” আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী “ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ” কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তারই অংশ হিসেবে কর্মসূচির তৃতীয় দিনে উপজেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামের অর্ধশতাধিক বিধবা, অসহায়, দিনমজুর ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সংগঠনের এমন জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমকে স্থানীয়রা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শুক্রবার বিকেলে দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামের জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সালের (তানজীর) সভাপতিত্বে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত ঈদ সামগ্রীর মধ্যে ছিল—সেমাই, সুজি, চিনি, দুধ, লবণ, সাবান, শ্যাম্পু, ডালডা, তেজপাতা, জিরা, মসলা ও আলু।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০০৩ সালে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের হাতেগোনা কয়েকজনের সহযোগিতায় সমাজ ও মানুষের উন্নয়ন-কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আশপাশের ভাই-বোন ও বন্ধুদের নিয়ে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে অতীতের ন্যায় এবারও ৩ শতাধিক পরিবারের মাঝে এই ঈদ সামগ্রী উপহার বিতরণ করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, ঈদ মানেই আনন্দ আর হাসি-খুশি। পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আমাদের সমাজে অনেকেই আছেন যারা অর্থাভাবে ঈদের আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সঙ্গে সামান্য হলেও ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করার লক্ষ্যেই সংগঠনের এই প্রয়াস।

সংগঠনের সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মো. মিরাজুল ইসলাম মিরাজের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আক্তারুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার সাজু আহমেদ, সাব্বির আহমেদসহ অর্ধশতাধিক উপকারভোগী নারী-পুরুষ।

এ সময় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. মুরশেদ বীন ফয়সাল (তানজীর) বলেন, আজকের এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ কেবল কিছু উপহার নয়, এটি আমাদের পক্ষ থেকে ভালোবাসার বার্তা। সংগঠনের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা থেকে আপনাদের মাঝে এই সামান্য ঈদ উপহার তুলে দিতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। ভবিষ্যতেও আমাদের সংগঠন আপনাদের মতো মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নে কাজ করে যাবে।

জীবননগর মাধবখালীতে কবরস্থানের গেট নিয়ে উত্তেজনা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবখালী গ্রামে কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে যে কোনো সময় আবারও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার মাগরিবের নামাজের পর মাধবখালী গ্রামের মণ্ডলপাড়া ও খানপাড়ার লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল বলে স্থানীয়রা জানান।

খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষই জীবননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে বুধবার জামিনের জন্য দুই পক্ষ চুয়াডাঙ্গা আদালতে গেলে সেখানে আবারও বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এ সময় মণ্ডলপাড়ার দুর্জয় খানপাড়ার বাঁধনকে হাত কেটে নেওয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাঁধন বলেন, কবরস্থানের গেট নির্মাণ নিয়ে থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর থেকেই দুর্জয় তাকে একাধিকবার মোবাইলে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। বুধবার আদালতে জামিনের জন্য গেলে দুর্জয় তার ওপর হামলার চেষ্টা করেন। সঙ্গে লোকজন থাকায় তিনি সেখান থেকে সরে যান। এতে তারা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

অভিযোগ অস্বীকার করে দুর্জয় বলেন, তিনি কাউকে হুমকি দেননি; বরং প্রতিপক্ষই তাদের ওপর হামলা করেছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ সোলায়মান শেখ সাংবাদিকদের জানান, মাধবখালী গ্রামের কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষ থানায় অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগগুলো আদালতে পাঠানো হয়েছে।

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমার প্রতি বিত্তবানদের সহায়তার আহ্বান

জন্মগত প্রতিবন্ধী অসহায় মুসলিমা খাতুনের জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন তার পরিবার ও স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামের মৃত ছাকারদ্দীন ও মৃত বিলকিস রাবেয়ার মেয়ে মুসলিমা খাতুন জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী। বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৩৮ বছর। দীর্ঘদিন ধরে মা- বাবাহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন তিনি।

জানা যায়, মুসলিমা খাতুন খুব ছোট বয়সেই মায়ের স্নেহ হারান। তার মা বিলকিস রাবেয়া দীর্ঘদিন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত থাকার পর ২০০০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মায়ের মৃত্যুর পর বাবার স্নেহেই কোনোভাবে দিন কাটছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে তার বাবা ছাকারদ্দীনও মারা যান। এরপর থেকে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েন মুসলিমা।

মা-বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ২৩ বছর ধরে তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামে তার নানাবাড়িতে বসবাস

করছেন। সেখানে বৃদ্ধ নানির তত্ত্বাবধানে কোনোভাবে দিন পার করছেন। তবে বয়সের ভারে নানি এখন আর আগের মতো দেখাশোনা করতে পারেন না। ফলে প্রতিবন্ধী মুসলিমার জীবনযাপন দিন দিন আরও কষ্টকর হয়ে উঠছে।

জন্মগত প্রতিবন্ধকতার কারণে মুসলিমা খাতুন স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন না এবং কোনো ধরনের কাজ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের জীবিকার কোনো উপায় না থাকায় অন্যের সহানুভূতি ও সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই তার দিন কাটছে। আর্থিক সংকটের কারণে চিকিৎসা, খাবার ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করতেও তাকে চরম কষ্টে পড়তে হচ্ছে।

স্থানীয়দের মতে, সামান্য সহযোগিতা ও সমাজের মানবিক মানুষের সহায়তা পেলে মুসলিমা খাতুনের জীবন কিছুটা হলেও স্বস্তি পেতে পারে।

মুসলিমার ভাই সেলিম বাবু সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, সামাজিক ও মানবিক সংগঠনসহ সকল হৃদয়বান মানুষের কাছে অসহায় জন্মগত প্রতিবন্ধী মুসলিমা খাতুনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানবিক সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন।

এলাকাবাসীর আশা, মানবিক সহায়তা পেলে অসহায় মুসলিমা খাতুনের জীবনে নতুন করে বাঁচার আশা জাগবে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১২টায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। সভার

শুরুতেই গত সভার সিদ্ধান্তের কার্যক্রম নিয়ে উপস্থাপন করেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলাউদ্দিন আল আজাদ। এরপর জেলার বাজার পরিস্থিতি, বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং বাজার মনিটরিং জোরদার নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলার বিভিন্ন ফার্মেসিগুলোতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রয়, নিষিদ্ধ ঔষধ ও ফিজিশিয়ান স্যাম্পল বিক্রয় রোধকল্পে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সভায় বিদেশি পণ্যের প্যাকেটে বা কৌটায় আমদানিকারকের সিল থাকতে হবে বলে জানানো হয়। মাহে রমজানের ইফতারি পণ্য ও রোজার বাজার পরিস্থিতিতে মনিটরিং জোরদার করতে হবে। ঈদের বাজারদর অস্বাভাবিক হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সঙ্গে ঈদ শপিংমলে জামা- কাপড়ের দাম স্বাভাবিক রাখা নিয়েও আলোচনা সভায় উঠে আসে।

সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন বলেন, ‘ঔষধের দোকানে জরিমানা হবে কঠোরভাবে। অনিয়ম পেলে জেল-জরিমানা দিতে হবে ফার্মেসি মালিকদের। কোনো ফার্মেসিতে যদি নকল ঔষধ ও স্যাম্পল থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জরিমানার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। চোরাই ঔষধ ধরা পড়লে ছাড় না দিয়ে জেল দিতে হবে। ভোক্তা অভিযানে জরিমানায় ৫ হাজার টাকা করলে হবে না, জরিমানা করতে হবে লাখ টাকা। রমজান মাস উপলক্ষে নিত্যপণ্যের বাজার স্বাভাবিক রাখতে হবে। সেই সঙ্গে ঈদ শপিংমলেও জামা-কাপড়ের দাম স্বাভাবিক রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের আহ্বান জানাচ্ছি।’

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (তথ্য ও আইসিটি) বি. এম. তারিক-উজ-জামান, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা রাশেদুজ্জামান, জেলা দোকান মালিক সমিতির আহ্বায়ক মঞ্জুরুল আলম মালিক লার্জ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন, পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নার্গিস জাহান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় উদ্ধারকৃত ২৮ মোবাইল মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অর্থ উদ্ধার পূর্বক ভুক্তভোগীদের মাঝে আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সোমবার দুপুর বারোটায় পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে হারানো মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অর্থ উদ্ধার পূর্বক ভুক্তভোগীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

স্মার্ট ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের মাঝে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

এ সময় তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে সাইবার অপরাধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। তিনি জনগণকে মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকার আহ্বান জানান এবং কোনো ধরনের প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় অথবা জেলা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন এবং বিকাশ, নগদ ও রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার ঘটনায় হাতিয়ে নেওয়া অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ সময় বিভিন্ন মডেলের মোট ২৮ (আটাশ)টি স্মার্টফোন এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে খোয়া যাওয়া ১,১৯,০০০/- (এক লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ও আস্থার বার্তা পৌঁছেছে। পুলিশ সুপার ভুক্তভোগীদের ধৈর্য ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও যেকোনো অপরাধের বিষয়ে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করার আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মিনহাজ-উল-ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামাল আল নাসের, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মশিয়ার রহমান, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মোহাম্মদ সামসুদ্দোহা সহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত অন্যান্য অফিসারবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। “আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে তিনি নারী অধিকার নিশ্চিত করা, নারীদের নিরাপত্তা, সমতা এবং সমাজের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি নারী ও কন্যাশিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার সুরক্ষা, সহিংসতা প্রতিরোধ এবং একটি নিরাপদ সমাজ গঠনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সম্মিলিতভাবে কাজ করা জরুরি। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা নিশ্চিত করা গেলে একটি সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

এ সময় তিনি নারী ও কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং যেকোনো ধরনের অন্যায় ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, জেলা শিক্ষা অফিসার, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম মনি, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।